আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যাঃ ৪৯ । জানুয়ারি ৫ম সপ্তাহ,২০২১ ঈসায়ী

mPx

ফিলিস্তিনের ৩ বছরের শিশুকে পাথর মেরে জখম, মসজিদ গুঁড়িয়ে দিলো ইসরাইলি বাহিনী — 1

বাবরি মসজিদ ভাঙ্গায় সরাসরি জড়িত ছিল হিন্দুত্ববাদী বিজেপি — 2

নিউজিল্যান্ডের মতো সিঙ্গাপুরের মসজিদেও হামলার পরিকল্পনা ছিলো খ্রিস্টান সন্ত্রাসীর — ৩

ইয়ামানে আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ শিয়া-হুথীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি — 4

কাশ্মীরে ভারতীয় সন্ত্রাসী প্রশাসন দ্বারা ভুয়া এনকাউন্টারে মুসলিম হত্যার প্রমাণ — 5

পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর হামলা প্রতিহত মুজাহিদগণের, হতাহত ৯ কুফফার — 6

গুরুত্বপূর্ণ জেলা নিয়ন্ত্রণসহ ৮০ সেনাকে হত্যা করলো পূর্ব আফ্রিকার আল-কায়েদা মুজাহিদিন — 7

পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় কুফফাররা লন্ডভন্ড — 8

শামে ইশতেহাদি হামলা চালানোর পর বায়তুল আকসা পুনরুদ্ধারের ঘোষণা — 9

৮ শতাধিক বিদ্রোহী সন্ত্রাসীকে হতাহতের পাশাপাশি ৫৮ টি চেকপোস্ট দখল করলেন তালেবান মুজাহিদগণ — 10

ফিলিস্তিনের ৩ বছরের শিশুকে পাথর মেরে জখম, মসজিদ গুঁড়িয়ে দিলো ইসরাইলি বাহিনী

ফিলিস্তিনের এক পরিবারকে পাথরের ঢিল ছুড়ে জখম করেছে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সন্ত্রাসীরা। এ সন্ত্রাসী হামলায় ওই পরিবারের ৩ বছর বসয়ী এক শিশুও জখম হয়।

গত ২৯ জানুয়ারি ফিলিস্তিনের রামাল্লা শহর থেকে তুবাসে যাওয়ার পথে 'বারকা' গ্রামে তাদের ওপর এ হামলার ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, জীবিকার তাগিদে ওই পরিবারটি ফিলিস্তিনের রামাল্লাহ শহরে বসবাস করতো। পারিবারিক অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে সদ্য ৩ বছরে পা দেওয়া সন্তানকে নিয়ে নিজ শহর তুবাসে ফিরছিলো আলা সাওয়াফতার পরিবারটি।

ওয়াফার তথ্যমতে, দখলকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপনকারী কিছু উগ্র ইহুদি 'বারকা' গ্রাম অতিক্রম করার সময় তাদের গাড়িকে লক্ষ্য করে পাথর হামলা চালায়।

বর্তমানে আহত শিশুটিকে রামাল্লায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরের হেবরনের কাছাকাছি একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। বুধবার হেবরনের দক্ষিণে উম্মে কুসাহর অন্যান্য স্থাপনার সাথে মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেয়া হয় বলে জানিয়েছে তুরস্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি। স্কুলের খাবার পানির জন্য ব্যবহৃত একটি কুয়াও গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও দখলদার ইসরায়েল সেনাবাহিনী দখলকৃত পশ্চিম তীরের তুবাসের পূর্ব আইনুন এলাকায় কয়েকশ গাছ উপড়ে ফেলেছে।

গত ২৭ জানুয়ারি এ ঘটনা ঘটে। বুলডোজারের মাধ্যমে গাছগুলো উপড়ে ফেলা হয়। ওয়াফা নিউজের বরাতে জানা যায় গাছ উপড়ানোর কারণ হচ্ছে এ এলাকাটিতে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের একটি সামরিক ঘাটি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বাবরি মসজিদ ভাঙ্গায় সরাসরি জড়িত ছিল হিন্দুত্ববাদী বিজেপি

গায়ের জোরে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিলো হিন্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। কিন্তু কোনও অন্যায় তো নয়ই, উল্টো বাবরি মসজিদ শহীদ করে 'ঐতিহাসিক ভুল' শুধরে নেওয়া হয়েছে বলে এবার মন্তব্য করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

শুধু তাই নয়, যে দিন বাবরি মসজিদ শহীদ করে দেওয়া হয়, সে দিন সন্ত্রাসীদের দলে এই মালাউনও শামিল ছিল বলে সে জানিয়েছে। তার এই মন্তব্যে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতে।

অন্যদিকে 'মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে মসজিদ শহীদ হয়েছিল বলে শীর্ষ আদালত জানালেও মসজিদের স্থানে রাম নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশে অযোধ্যায় শহীদ বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শুরুও হয়ে গিয়েছে। তার জন্য ভারতজুড়ে শুরু হয়েছে চাঁদা সংগ্রহ।

মন্দির নির্মাণের জন্য যারা অর্থ দিচ্ছে, তাদের সম্মান জানাতে সম্প্রতি দিল্লিতে বিজেপির দফতরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানেই শহীদ বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গ টেনে আনে জাভড়েকর। জাভড়েকরের এই বক্তৃতার ভিডিও তুলে ধরে টুইটারে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনেকেই।

নিউজিল্যান্ডের মতো সিঙ্গাপুরের মসজিদেও হামলার পরিকল্পনা ছিলো খ্রিস্টান সন্ত্রাসীর

নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের ঘটনার মতো এবার সিঙ্গাপুরের একটি মসজিদে হামলার পরিকল্পনা করেছিল ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর সন্ত্রাসী। তবে এরই মধ্যে তাকে আটক করেছে সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ। সিংগাপুরের ওই কিশোরের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। তবে জানা গেছে, সে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টান।

ক্রাইস্টচার্চ হামলার বর্ষপূতিতে সিঙ্গাপুরের দু'টি মসজিদে হামলা করে মুসলিমদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল এই কিশোর।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউজিল্যান্ডে ক্রাইস্টচার্চে দুটি মসজিদে হামলাকারী খুনি ব্রেন্টন ট্যারেন্ট এই কিশোরের অনুপ্রেরণা। সেও ছুরি নিয়ে আক্রমণের ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি প্রচারের পরিকল্পনা করেছিল।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, এ কিশোর প্রচণ্ড ইসলামবিরোধিতা ও সহিংসতার মোহ থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। বাসার কাছে আসইয়াফাহ মসজিদ ও ইউসুফ ইসহাক মসজিদের হামলার উদ্দেশ্য ছিল তার। বাবার ক্রেডিট কার্ড চুরি করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার ইচ্ছা ছিল। তার পরিকল্পনা যে কাজ করবে সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিল এই কিশোর। প্রথমে তার পরিকল্পনা ছিল ট্যারেন্টের মতো রাইফেল ব্যবহারের, পরে ছুরি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয় সে। কারণ সিঙ্গাপুরের কড়া আইনের কারণে আগ্নেয়াস্ত্ বিক্রি খুব কঠিন।

ইয়ামানে আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ শিয়া-হুথীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

গেলো সপ্তাহে ইয়ামানে মুরতাদ সরকারি বাহিনী ও শিয়া হুথীদের সামরিক ঘাঁটিতে একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা আরব উপ-দ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবায মুজাহিদগণ।

এরমধ্যে মুজাহিদগণ সপ্তাহের প্রথম আক্রমনটি চালান দক্ষিণ ইয়ামানের শাবওয়াহ রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে। মুজাহিদগণ উক্ত ঘাঁটিতে ভারী ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা হামলা চালান। যা সরাসরি মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে আঘাত হানে। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির প্রবল ধারণা করা হয়।

অপরদিকে মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেন মধ্য ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে। ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী শিয়া বিদ্রোহীদের উপর মুজাহিদগণ বোমা হামলার দ্বারা এই অভিযানটির সূচনা করেন। এতে মুরতাদ হুথী বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ সৈন্য আহত হয়েছে।

কাশ্মীরে ভারতীয় সন্ত্রাসী প্রশাসন দ্বারা ভুয়া এনকাউন্টারে মুসলিম হত্যার প্রমাণ

কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলায় ভুয়া এনকাউন্টারে জড়িত সেনা ক্যাপ্টেন এবং আরও দু'জন বেসামরিক নাগরিকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন, প্রমাণাদি নষ্ট করা এবং আফস্পা লংঘনের প্রমাণ মিলেছে।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল এসআইটির দায়ের করা অভিযোগপত্রে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট বলেছে, ক্যাপ্টেন ভূপেন্দ্র সিং তার উর্ধ্বতনদের এবং পুলিশকে সোপিয়ান এনকাউন্টার চলাকালীন তদন্তের বিষয়ে ভুল তথ্য সরবরাহ করেছিল।

২০২০ সালের ১৮ জুলাই, সোপিয়ানে তিন যুবককে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে হত্যা করেছিল ভারতীয় মালাউন বাহিনী। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিন যুবক নির্দোষ বলে প্রতিবেদন প্রকাশের পরে সেনাবাহিনীর টনক নড়ে।

মৃতদের পরিবারের তরফে দাবি করা হয় নিহতরা রাজৌরির বাসিন্দা ও পেশায় শ্রমিক। ভুয়ো এনকাউন্টারের অভিযোগ আনা হয় সেনার বিরুদ্ধে। প্রাথমিক তদন্তের পর ভারতীয় সেনারাও জানিয়েছে অভিযুক্তরা বিশেষ ক্ষমতা আফস্পা লংঘন করেছে।

এভাবেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অজুহাতে মুসলমানদের একের পর এক হত্যা করেই যাচ্ছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী মালাউন বাহিনী। কুফফারদের সম্মিলিত আক্রমণ ছাড়াও মুসলিমদের গাফেলতি আর অনৈক্য এর জন্য দায়ী বলে মনে করেন অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ।

পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর হামলা প্রতিহত মুজাহিদগণের,হতাহত ৯ কুফফার

জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) বিরুদ্ধে পর পর দু'দিন দু'টি সার্চ অপারেশন চালিয়েছে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী। গেল সপ্তাহে টিটিপির বিরুদ্ধে পরিচালিত পাক মুরতাদ বাহিনীর উভয় অভিযানকেই ব্যর্থ করে দিয়েছেন মুজাহিদগণ। পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে মির'আলী সীমান্ত এবং স্পিন ওয়াম সীমান্তে মুজাহিদদের দু'টি গোপন আস্তানায় এই অভিযান চালায় মুরতাদ বাহিনী।

তবে টিটিপির জানবায মুজাহিদগণ উভয় স্থানেই ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের মোকাবিলা করেন, এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়তেই মুজাহিদগণ তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের মাধ্যমে মুরতাদ বাহিনীর অবরোধ ভেঙে ফেলেন। অতঃপর মুজাহিদগণ শত্রুর অবরোধ ভেঙে দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৯ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়। বিপরীতে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় একজন মুজাহিদ সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন।

অপরদিকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের নাইতাসী এলাকায় পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাদের আসবাব সরবরাহকারী একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এতে গাড়িটি পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সকল সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

টিটিপির মুজাহিদগণ এ সপ্তাহের সর্বশেষ অভিযানটি চালান সোমবার সকাল ১০টায় বেলুচিস্তানের কিলাহ আবদুল্লাহ জেলার টোবা আচকাজাই এলাকায়, পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে লক্ষ্য করে।এতে পাক মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ জেলা নিয়ন্ত্রণসহ ৮০ সেনাকে হত্যা করলো পূর্ব আফ্রিকার আল-কায়েদা মুজাহিদিন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গেলো সপ্তাহে ক্রুসেডার ও মুরতাদ জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৩৫টি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদার শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজিহিদিন। এগুলোর মধ্যে ১৯টি হামলাতেই সোমালীয় মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ ৮ সেনা অফিসার ও ১১ ক্রুসেডার সৈন্যসহ সর্বমোট ৮০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৮ ক্রুসেডার সৈন্যসহ ৮৯ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের এসব বীরত্বপূর্ণ হামলায় শত্রুদের ৮টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিযান বিধবস্ত হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ ১টি সামরিকযানসহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারোদ গনিমত লাভ করেছেন। অপরদিকে গেল সপ্তাহে মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ৪ সোমালিয় সৈন্য।

শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ১৬টি হামলায়ও শত্রুপক্ষের কয়েক ডজন সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে ধারণা করে হচ্ছে।

একই সপ্তাহে সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলী রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজী-আইল জেলা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান ও সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালানোর পর মহান রবের সাহায্যে মুজাহিদগণ এই বিজয় লাভ করেন।

এদিকে সোমালিয়ার প্রতিবেশি দেশ কেনিয়াতেও গেল সপ্তাহে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল শাবাব মুজাহিদিন। যারমধ্যে একটি হামলাতেই ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সাজোঁয়া যান।

পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় কুফফাররা লন্ডভন্ড

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে গেল সপ্তাহে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জিএনআইএম) জানবায মুজাহিদিন

মুজাহিদগণ সপ্তাহের প্রথম ২টি অভিযান পরিচালনা করেন মোপ্তি রাজ্যের মন্ডোরো অঞ্চল ও কুরু অঞ্চলে।

এরমধ্যে মন্ডোরো অঞ্চলে মুরতাদ বাহিনীর কথিত সুরক্ষা ইউনিটকে লক্ষ্য করে একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদিন। এতে মালির মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত ও অন্যান্য বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে কুরু অঞ্চলে মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা টহল দলকে লক্ষ্য করে সফলতার সাথে বোমা বিস্ফোরণ করেন মুজাহিদগণ। এতে মালির ৫ জন সেনা সদস্য আহত হয়।

এরপর মুজাহিদগণ সপ্তাহের তৃতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেন বুর্কিনা-ফাসোর সীমান্তবর্তী মালির মোপ্তি রাজ্যের বুলকাসী এলাকায়। যার ফলে মালির ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। মুজাহিদগণ সপ্তাহের সর্বশেষ অভিযানটি পরিচালনা করেন মালির গাও শহরে। সেখানে দেশটির মুরতাদ 'মক' নামক ফোর্সের সদর দফতরের কাছে একটি সেনা গাড়িতে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে এক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং সামরিকযানটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

শামে ইশতেহাদি হামলা চালানোর পর বায়তুল আকসা পুনরুদ্ধারের ঘোষণা

আল-কায়েদা শাম ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন গেল সপ্তাহে 'আল-আসর যুদ্ধ' শিরোনামে দীর্ঘ ২৭ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডের নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

ভিডিওটিতে সিরিয়ার রাক্কা অঞ্চলের তাল আস-সামানে অবস্থিত দখলদার ও ক্রুসেডার রাশিয়ান সৈন্যদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়। যা গত ৭লা জানুয়ারি একটি গাড়ি বোমা হামলার মাধ্যমে পরিচালনা করেছিল দলটি। 'আস-সাবাত ও আখবারুল ঈমান'সহ একাধিক সংবাদ মাধ্যম রুশ সংবাদ মাধ্যমের বরাতে প্রকাশ করেছিল যে, তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের উক্ত হামলায় ২০জন রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে কয়েক ডজন।

তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অভিযানে একজন মুজাহিদ প্রথমে গাড়িবোমা দ্বারা ঘাঁটিতে শহিদী হামলা চালান। শহিদী হামলার পরপরই আরো কয়েকজন মুজাহিদ ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন এবং তারা রাশিয়ান সৈন্যদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করেন। অপরেশনটি রাতের বেলায় পরিচালিত হওয়ায় অভিযানের স্পষ্ট কোন ভিডিও ফুটেজ ধারণ করতে পারেননি মুজাহিদগণ, তবে গোলাগুলি ও গাড়িবোমা বিস্ফোরণ দৃশ্যের কিছু অংশ ধারণ করা হয়েছিল।

এই বরকতময়ী অভিযানে অংশগ্রহণকারী ইস্তেশহাদী মুজাহিদ সহ মোট ৪ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ভিডিওটিতে কেন্দ্রীয় আল-কায়েদার বেশ কয়েকজন সিনিয়র উমারার বক্তব্যও যুক্ত করা হয়েছে, এছাড়াও প্রথমবারের মতো হুররাস আদ-দ্বীন তাদের প্রচারণায় 'হে আকসা! আমরা আসছি' স্লোগানটি যুক্ত করেছে। এটি তানযিমুল কায়েদার অন্যতম স্লোগানের একটি, আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আল-কায়েদা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে আসছে।

এদিকে গেল সপ্তাহে ইদলিব সিটিতে সাঁজোয়া যান চাঁপা দিয়ে একজন বেসামরিক ও নিরপরাধ একজন মুসলিমকে হত্যা করেছে দখলদার তুর্কি সেকুলার সৈন্যরা।তুর্কি সৈন্যদের এমন বর্বরোচিত হামলার প্রতিশোধ নিতে ইদলিবের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি তুর্কি ঘাঁটিতে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন 'আনসার আবু বকর সিদ্দিক রহ' বিগ্রেডের মুজাহিদগণ। এতে এক তুর্কি সৈন্য নিহত হয়েছে বলেও নিশ্চিত করেছে দলটি।

অপরদিকে আল-মালাজাহ গ্রামে দখলদার রাশিয়ান ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে গেল সপ্তাহে ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদগণ। এসব অভিযানের সময় মুজাহিদগণ ভারী আর্টেলারি, মিসাইল ও রকেট ব্যাবহার করেন। যার ফলে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

৮ শতাধিক বিদ্রোহী সন্ত্রাসীকে হতাহতের পাশাপাশি ৫৮ টি চেকপোস্ট দখল করলেন তালেবান মুজাহিদগণ

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় গেলো সপ্তাহে আফগানিস্তান জুড়ে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রায় ১৬৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। এতে হতাহত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৮ শতাধিক সৈন্য। যাদের মাঝে নিহত সৈন্য সংখ্যা হচ্ছে ৪১১ এবং আহত সৈন্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৮৯। যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের হাতে বন্দি হয়েছে কাবুল প্রশাসনের আরো ৩৯ সৈন্য।

তালেবান মুজাহিদদের এসব হামলায় কাবুল বাহিনীর ৪৩টি ঘাঁটি ও চেকপোস্টসহ ৩৫টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে।

যুদ্ধের ফলাফল সরূপ ১৫টি ঘাঁটি ও ৫৮টি চেকপোস্টসহ বিস্তীর্ণ এলাকা ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ ২৭টি সামরিকযানসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

অপরদিকে গেলো সপ্তাহে কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছে প্রায় ১৬৮ সেনা ও পুলিশ সদস্য। নতুন করে তালেবানে যোগ দেওয়া এসব সৈন্যকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ বিভাগের দায়িত্বশীলগণ।